[2021] 6 এস. সি. আর 239

অবতার সিং এবং অন্যান্য

বনাম

বিমলা দেবী ও অন্যান্য

(2021 সালের সিভিল আপিল নং 6096)

29 সেপ্টেম্বর, 2021

[কে. এম. জোসেফ এবং এস. রবীন্দ্র ভাট, জেজে।]

দেওয়ানি কার্যবিধি, 1908 - s.100-পাঞ্জাব আদালত আইন,

1918 নং। 2 4 প্রথম তলায় নির্মিত বাদীদের বাড়ি জোরপূর্বক দখল করার উদ্দেশ্যে অবৈধভাবে ছাদের (সি বিল্ডিংয়ের প্রথম তলার) লিন্টেল অংশটি ভেঙে দেয়; এবং আরও গোপনে একটি সিঁড়ি তৈরি করে-ট্রায়াল কোর্ট এবং প্রথম আপিল আদালত রেকর্ডের প্রমাণ বিবেচনা করার পরে-স্থানীয় কমিশনারের প্রতিবেদন সহ যিনি সাইটটি পরিদর্শন করেছিলেন-মামলাটি খারিজ করে দিয়েছিলেন-দ্বিতীয় আপিল-হাইকোর্ট, এস দ্বারা প্রয়োজনীয় আইনের যথেষ্ট প্রশ্ন ডি তৈরি করেছে। 100 সিপিসি এবং বাদীদের পক্ষে এর উত্তর দেয়, ফলস্বরূপ মামলার ডিক্রি-অনুষ্ঠিত হওয়ার ন্যায্যতাঃ ন্যায়সঙ্গত নয়-স্থানীয় কমিশনারের প্রতিবেদন উত্তরদাতা/বাদীদের মামলাটি নিশ্চিত করেছে যে একটি সিঁড়ি বিদ্যমান ছিল না, বা বরং এটি নির্মাণের পর্যায়ে ছিল এবং ছিল সম্পূর্ণ হয়নি-প্রতিবেদনে বাদীদের অভিযোগও তুলে ধরা হয়েছে যে ছাদের লিন্টেলে ছিদ্র করা হয়েছিল-উপরন্তু, চৌবারার মাত্রা, স্থানীয় দ্বারা পাওয়া গেছে কমিশনার, দ্বিতীয় আসামীর বক্তব্যের থেকে ভিন্ন ছিলেন-নিম্ন আদালত স্থানীয় কমিশনারের প্রতিবেদনের আকারে-চৌবারার এফ দখলের বিষয়ে-স্থানীয় কমিশনারকে জেরা করা হয়নি, বা তাঁর প্রতিবেদনে আপত্তি জানানো হয়নি-দ্বিতীয় আপিলের অনুশীলনে কেবল সত্যের ফলাফলগুলিতে হস্তক্ষেপ করা যায় না।

উপলব্ধ এখতিয়ারের তিনটি অঙ্গ প্রদত্ত এখতিয়ার পাঞ্জাব কোর্টস অ্যাক্টের ধারা 41-এর তথ্যের ফলাফল যা হল অযৌক্তিক, বা যা রেকর্ড উপেক্ষা করে উপস্থাপিত হয়, তাই, হাইকোর্টের দ্বিতীয় আপিল পর্যালোচনার আওতায় পড়ে বলে মনে হয় না-তথ্যের ভিত্তিতে, হাইকোর্টের যে ফলাফলগুলি সম্পূর্ণরূপে নথির পুনর্বিবেচনার উপর ভিত্তি করে এবং নিম্ন আদালতের সমবর্তী ফলাফলের সাথে ফলস্বরূপ হস্তক্ষেপের উপর ভিত্তি করে, তা বহাল রাখা যায় না।

সুপ্রিম কোর্টের প্রতিবেদন

আপিল মঞ্জুর করে আদালত

বলা হয়। . স্থানীয় কমিশনারের প্রতিবেদনটি নিশ্চিত করেছে

উত্তরদাতা/বাদীদের মামলা যে একটি সিঁড়ি বিদ্যমান ছিল না, বা বরং এটি নির্মাণের পর্যায়ে ছিল এবং ছিল না সম্পন্ন হয়েছে। প্রতিবেদনে বাদীদের অভিযোগও তুলে ধরা হয়েছে যে ছাদের লিন্টেলে বি গর্ত তৈরি করা হয়েছিল। উপরন্তু, স্থানীয় কমিশনারের দ্বারা পাওয়া চৌবারার মাত্রা দ্বিতীয় আসামীর বক্তব্যের থেকে আলাদা ছিল। [অনুচ্ছেদ 14] [245-জি]

2. প্রমাণ থেকে, এটা স্পষ্ট যে অনস্বীকার্যভাবে সি সেকেন্ড ডিফেন্ড্যান্টের দখল-এবং সম্ভবত এমনকি নিচতলার দোকানের মালিকানাও অস্বীকার করা যায় না। নিম্ন আদালতের ফলাফল, তাই, নিবন্ধিত ভিত্তিতে নথিগুলি ত্রুটিপূর্ণ হতে পারে না। যাইহোক, এই দুটি আদালতই অন্যান্য প্রমাণ উপেক্ষা করেছে-স্থানীয় আইনের আকারে। কমিশনারের প্রতিবেদন-দখলের বিষয়ে চৌবারা থেকে। স্থানীয় কমিশনারকে জেরাও করা হয়নি, তাঁর রিপোর্টেও আপত্তি জানানো হয়নি। [অনুচ্ছেদ 15] [245-এইচ; 246-এ-বি]

3. পঞ্জাব আদালত আইনের 41 ধারার অধীনে উপলব্ধ এখতিয়ারের তিনটি অংশের পরিপ্রেক্ষিতে দ্বিতীয় আপিল এখতিয়ারের ই অনুশীলনে কেবল সত্যের ফলাফলগুলিতে হস্তক্ষেপ করা যাবে না। যে তথ্যগুলি অযৌক্তিক, বা যেগুলি রেকর্ডকে উপেক্ষা করে উপস্থাপিত করা হয়, সেগুলি হাইকোর্টের দ্বিতীয় আপিল পর্যালোচনার আওতায় পড়ে বলে মনে হয় না। এই পরিস্থিতিতে, হাইকোর্টের অনুসন্ধানগুলি এফ-যা সম্পূর্ণরূপে রেকর্ডের পুনর্মূল্যায়নের উপর ভিত্তি করে-এবং নিম্ন আদালতের সমবর্তী ফলাফলের সাথে ফলস্বরূপ হস্তক্ষেপ, বহাল রাখা যায় না। [অনুচ্ছেদ 18] [248-সি-ডি] পঙ্কজক্ষী বনাম। চন্দ্রিকা (2016) 6 এস. সি. সি 157: [2016] 3 এস. সি. আর 1018-অনুসরণ করা হয়েছে।

কুলবন্ত কৌর বনাম গুরদিয়াল সিং মান (2001) 4 এস. সি. সি 262: [2001] 2 এস. সি. আর 525-বাতিল করা হয়েছে।

ধনপত বনাম। শেও রাম (2020) 16 এস. সি. সি 209; রণধীর কৌর বনাম। পৃথ্বী পাল সিং (2019) 17 এস. সি. সি 71: [2019] 9 এস. সি. আর 776-এর উপর নির্ভরশীল।

মামলা আইনের রেফারেন্স

[2016] 3 এস. সি. আর 1018 অনুসরণ করা হয়েছে অনুচ্ছেদ 16

[2001] 2 এস. সি. আর 525 বাতিল করা হয়েছে অনুচ্ছেদ 16

(2020) 16 এসসিসি 209 অনুচ্ছেদ 16

[2019] 9 এসসিআর 776 নির্ভরশীল অনুচ্ছেদ 16

সিভিল অ্যাপেললেট জুরিশনঃ 2021 সালের দেওয়ানি আপিল No.6096।

2010 (ওঅ্যান্ডএম)-এর আরএসএ No.932-এ চণ্ডীগড়ের পাঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টের 24.08.2016 তারিখের রায় ও আদেশ থেকে।

সি. ডি. এস. বালি, কে. কে. মোহন, ফিরোজ সাইফি, শ্রীমতি শালু শর্মা, আইনজীবীরা। আবেদনকারীদের জন্য।

তরুণবীর সিং খেহর, শঙ্কর দিভাতে, আইনজীবীরা। উত্তরদাতাদের জন্য।

আদালতের রায় প্রদান করেন এস. রবীন্দ্র ভাট, জে।

1. বিশেষ লিভ মঞ্জুর করা হয়েছে। পক্ষগুলির জন্য পরামর্শ শোনা হয়েছিল, পঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টের রায় ও আদেশকে প্রশ্নবিদ্ধ করে এমন আপিলের চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য তাদের সম্মতি।

2. প্রাসঙ্গিক তথ্যগুলি হল যে শাহাবাদ মার্কণ্ডার জিটি রোডে অবস্থিত সাইট প্ল্যানে (মামলা সহ উত্পাদিত) 'এবিসিডি' চিহ্নিত সম্পত্তিটি পাকিস্তানে অবশিষ্ট সম্পত্তির দাবির পরিবর্তে প্রথম আসামীর নামে কেনা হয়েছিল। বলা হয়েছিল যে যৌথ পারিবারিক সম্পত্তিগুলি একটি হিন্দু অবিভক্ত পরিবারের অন্তর্গত ছিল। দ্বিতীয় বাদী (এরপরে রাজপাল), তার বাবা এবং প্রথম আসামী (এরপরে গিরধারী লাল) নিয়ে গঠিত। রাজপালের ভাই গিরধারী লাল 1961 সালে রাজপালের স্ত্রী বিমলা দেবীর (প্রথম বাদী/প্রথম উত্তরদাতা, যা পরে তাঁর নামে উল্লেখ করা হয়েছে) কাছে পুরো ভবনের প্রথম তলার ছাদ ('এবিসিডি' চিহ্নিত) সহ 'জিএফইডিসিবি' চিহ্নিত অংশ বিক্রি করতে রাজি হন। এই পরিমাণটি গিরধারী লাল জি পেয়েছিলেন বলে অভিযোগ রয়েছে, যিনি বিমলা দেবীর প্রয়োজন অনুযায়ী বিক্রয় দলিলটি কার্যকর করতে রাজি হয়েছিলেন। গিরধারী লাল রাজপালকে দখলও দিয়েছিলেন এবং তারপর থেকে বাদীরা সম্পত্তির শান্তিপূর্ণ দখলে থাকার দাবি করেন। মামলাটিতে অভিযোগ করা হয়েছে যে গিরধারী লালকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

1 RSA 932/2010 (O & M)-এ তারিখ 24.8.2016।

একটি আনুষ্ঠানিক বিক্রয় দলিল ছাড়া মামলা সম্পত্তিতে কোনও অধিকার, মালিকানা বা সুদ নেই যা কার্যকর করা বাকি ছিল। 1978 সালে, বিমলা দেবী সাইট পরিকল্পনায় নীল রঙে দেখানো 'আইএইচডিএ' চিহ্নিত অংশটি কিনেছিলেন এবং তারপরে বাদীরা বিদ্যমান নির্মাণটি ভেঙে দিয়েছিলেন এবং 'ওজেএইচসি' চিহ্নিত অংশে একটি আবাসিক বাড়ি নির্মাণ করেছিলেন। তারা 'জি. এফ. ও. বি' এবং 'আই. জে. ই. এ' চিহ্নিত দোকানটিও পুনর্নির্মাণ করে। বাদীরা হলেন সম্ভাব্য ক্রেতা হিসাবে একচেটিয়া দখলে, প্রথম তলায় 'আইএইচসিবি' চিহ্নিত পুরো অংশে একটি আবাসিক বাড়িও নির্মাণ করেছিলেন, যার মধ্যে 1978 সালে বাদীদের দ্বারা কেনা অংশ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। দ্য বাজার কমিটি, শাহাবাদ (এম) বিমলা দেবীর নামে সি-তে 'ওজেএইচসি' চিহ্নিত অংশটিকে একটি পৃথক ইউনিট (নম্বর 647, ওয়ার্ড নম্বর 13, শাহাবাদ (এম)) হিসাবে মূল্যায়ন করেছে। যেহেতু ছাদে প্রবেশের সিঁড়িটি শুধুমাত্র উক্ত আবাসিক অংশে ছিল এবং অন্য কোনও দিক থেকে ছাদে প্রবেশের উপায় ছিল না, তাই ছাদটিও তাদের একচেটিয়া দখলে ছিল।

3. মামলাটিতে অভিযোগ করা হয়েছে যে, 05.03.2000-এ প্রতিবাদী নম্বর। 2 অবৈধভাবে এবং প্রথম তলায় নির্মিত বাদীদের বাড়ির জোরপূর্বক দখল নেওয়ার অভিপ্রায় নিয়ে ছাদের লিন্টেল অংশটি (প্রথম তলার সাইট পরিকল্পনায় দেখানো পয়েন্ট এক্স থেকে ওয়াই পর্যন্ত) ভেঙে দেয়। এটিও অভিযোগ করা হয়েছিল যে তারা ভবনের প্রথম তলায় জোরপূর্বক দখলের জন্য 'এইএফজি' চিহ্নিত অংশে গোপনে একটি সিঁড়ি তৈরি করেছিল।

4. গিরধারী লাল তাঁর লিখিত বিবৃতিতে অস্বীকার করেছেন যে বাদীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কোনও কারণ ছিল না এবং দাবি করেছেন যে মামলা দায়ের ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তাদের অধিকারের অভাব রয়েছে। লিখিত বিবৃতিতে অভিযোগ করা হয়েছে যে 1961 সালে তাঁর নামে যে সম্পত্তি অধিগ্রহণ করা হয়েছিল তা কোনও হিন্দু যৌথ পরিবারের অন্তর্গত ছিল না, যেমন বাদীরা অভিযোগ করেছেন, কারণ তিনি নিজের তহবিল ব্যয় করেছিলেন। তিনি রাজপালের কাছে সম্পত্তি বিক্রি করার চুক্তি করার কথা অস্বীকার করেন এবং দাবি করেন যে তিনি কোনও বিক্রির বিবেচনা পাননি বা রাজপালের কাছে দখল হস্তান্তর করেননি। গিরধারী লাল দোকানের প্রথম তলার সাথে 06.08.1999 তারিখের একটি নিবন্ধিত বিক্রয় দলিলের মাধ্যমে 'এজিএফই' চিহ্নিত দোকানটি দ্বিতীয় আসামীর (এরপরে, অবতার সিং) কাছে বিক্রি করে দেন। অভিযোগ করা হয়েছিল যে, তখন থেকেই অবতার সিং সম্পত্তির একচেটিয়া জি-এর দখলে ছিলেন।

5. গিরধারী লালের লিখিত বিবৃতিতে অভিযোগগুলি প্রতিবাদী নং দ্বারা সমর্থন করা হয়েছিল। 2 একটি যৌথ লিখিত বিবৃতিতে 4। তাঁরা পুনর্ব্যক্ত করেন যে অবতার সিং গিরধারী লালের কাছ থেকে ছাদে অবস্থিত চৌবারা (চারদিকে দরজা/জানালা দ্বারা বেষ্টিত একটি ঘর) সহ 3 লক্ষ টাকার মূল্যবান মূল্যে দোকানটি কিনেছিলেন।

অবতার সিং এবং আমাদের। ভি। বিমলা দেবী ও ওআরএস। [এস. রবীন্দ্র ভাট, জে।]

06.08.1999 তারিখের একটি বিক্রয় দলিলের মাধ্যমে তাঁর কাছে সম্পত্তি হস্তান্তর করা হয়। একজন অবতার সিং ভাড়াটিয়া হিসাবে কেনার আগে 30 বছরেরও বেশি সময় ধরে দোকানটির মালিক ছিলেন এবং বৈদ্যুতিক পণ্য এবং ডুবন্ত পাম্পের খুচরা যন্ত্রাংশের ব্যবসা করতেন। বিবাদীদের দোকান, ছাদ এবং তার উপর নির্মিত চৌবারার শান্তিপূর্ণ দখল রাখার আহ্বান জানানো হয়।

6. ট্রায়াল কোর্ট এবং প্রথম আপিল আদালত রেকর্ডের প্রমাণ বিবেচনা করার পরে-একজন স্থানীয় কমিশনারের প্রতিবেদন সহ, যিনি বিচারের সময় দেওয়া আদেশ অনুসারে সাইটটি পরিদর্শন করেছিলেন-মামলাটি খারিজ করে দেয়। বিমলা দেবী (প্রথম বাদী) দ্বিতীয় আপিল করেন। উচ্চ আদালত, প্রয়োজনীয় হিসাবে আইনের একটি উল্লেখযোগ্য প্রশ্ন তৈরি করেছে

সিভিল প্রসিডিউর কোডের (সিপিসি) ধারা 100 দ্বারা যা নিম্নরূপ পড়েঃ

" আপিলকারীদের দাবি সম্পর্কে নীচের আদালতগুলির অনুসন্ধানগুলি তিনটি দোকানের প্রথম তলায় চোবারাগুলির দখল এবং বাধ্যতামূলক নিষেধাজ্ঞা অবতার সিংয়ের দখলে থাকা দোকানের লিন্টেলের ছিদ্রগুলি বন্ধ করা বস্তুগত প্রমাণ উপেক্ষা করা এবং প্রমাণের ভুল পাঠের ফলে এটি বিকৃত হয়ে যা উচ্চ আদালত বাদী বিমলা দেবী ও রাজপালের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর দেয় এবং ফলস্বরূপ অনুমতি দেয় দ্বিতীয় আপিল, যার ফলে মামলার ডিক্রি হয়। হাইকোর্টের রায় এই আদালতের সামনে বিতর্কিত।

7. আপিলকারী/বিবাদীদের পক্ষে উপস্থিত বিশিষ্ট আইনজীবী মিঃ কে কে মোহন যুক্তি দিয়েছিলেন যে বিতর্কিত রায়টি আইনের সুস্পষ্ট ভুল কারণ এটি রেকর্ড থেকে উদ্ভূত পরিস্থিতির সম্পূর্ণ ভুল প্রশংসার উপর ভিত্তি করে সত্যের সমবর্তী ফলাফলগুলিকে বিরক্ত করে। শ্রী এফ মোহন জোর দিয়ে বলেন যে, হাইকোর্ট কর্তৃক প্রণীত আইনের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটিকে সিপিসি-র 100 ধারার কাঠামোর মধ্যে পড়ে বলে অভিহিত করা যায় না। তিনি অভিযোগ করেন যে, হাইকোর্ট বিচার আদালত ও জেলা আদালতের যুক্তির দিক থেকে বিকৃতি ধরে নিয়েছে এবং নথির আকারে প্রাসঙ্গিক ও বস্তুগত প্রমাণকে উপেক্ষা করেছে। পাশাপাশি মৌখিক বিবৃতিগুলিও।

8. আবেদনকারীর যুক্তি ছিল যে অবতার সিং হলেন বাবা। অন্য দুই আসামীর মধ্যে (আসামী সংখ্যা। 3 এবং 4); তারা 1999 সালে থেকে একটি নিবন্ধিত বিক্রয় দলিলের মাধ্যমে বিতর্কিত চৌবারার সাথে 43.33 বর্গ গজ পরিমাপের দোকানটি 3 লক্ষ টাকায় কিনেছিল।

একজন গিরধারী লাল, যিনি মামলা বিচারাধীন থাকাকালীন মারা যান। এই সত্যটি বিচার আদালত দ্বারা প্রশংসিত হয়েছিল, যা মামলায় অভিযোগের পরিবর্তে নিবন্ধিত নথিকে বিশ্বাসযোগ্যতা দিয়েছিল যে বিক্রয়ের জন্য একটি পূর্ব চুক্তি-যা একটি অনিবন্ধিত নথি ছিল-কার্যকর করা হয়েছিল, বিমলা দেবী এবং রাজপালের পক্ষে এবং যার ভিত্তিতে তারা তাদের দাবি করেছিল।

9। এটি অনুরোধ করা হয়েছিল যে উত্তরদাতা/বাদীদের পুরো গল্পটি ছিল যে রাজপাল সিং গিরধারী লালের ভাই ছিলেন এবং তিনি তাঁর দাবির পরিবর্তে গিরধারী লালের দ্বারা প্রাপ্ত ভবনের উত্তর অর্ধেক অংশটি কিনেছিলেন। এটি একটি মিথ্যা এবং মনগড়া গল্প ছিল, যা বিচার আদালত একেবারে সঠিকভাবে বিশ্বাস করেনি। প্রকৃতপক্ষে, তারা যুক্তি দিয়েছিল যে এটি কোনও ধরনের প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত নয়। আদালত লক্ষ্য করেছে যে বিচার চলাকালীন 06.08.1999 (এক্সডি-1 হিসাবে প্রদর্শিত) তারিখের বিক্রয় দলিলের যথাযথ কার্যকরকরণ সি ছিল। এই নথিতে দ্ব্যর্থহীনভাবে বলা হয়েছে যে চৌবারা অবতারের কেনা সম্পত্তির অংশ ছিল সিং। সেই বিক্রয় দলিলের বিরুদ্ধে কোনও চ্যালেঞ্জের অভাবে, রাজপাল এবং বিমলা দেবী একটি চুক্তির মাধ্যমে সম্পত্তিটি কিনেছিলেন (উদাঃ। পি - প্রাক্তন ডি-1-এর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হওয়ার মাত্র 18 দিন পরে 3 তারিখ 24.08.1999) বিশ্বাস করা হয়নি। বিবাদী বিমলা দেবীর দায়ের করা অভিযোগে সেই দাবিটি কখনই নেওয়া হয়নি, তবে বিচারের সময়ই তা দিনের আলো দেখেছে। ফলস্বরূপ, তথাকথিত চুক্তিটি (এক্স. পি-3) ট্রায়াল কোর্ট এবং প্রথম আপিল কোর্ট উভয়ের দ্বারা অবিশ্বাস্য এবং অসম্মানিত হয়েছিল। এই দিকটি হাইকোর্ট দ্বারা সম্পূর্ণরূপে বাতিল করা হয়েছিল যা ই সত্যের বিশুদ্ধ ফলাফল নিয়ে আলোচনা করতে এগিয়ে যায় যদিও এটি আইনের যথেষ্ট প্রশ্ন গঠনের উদ্দেশ্যে করা হয়েছিল।

10. এটি অনুরোধ করা হয়েছিল যে একবার বাদীরা প্রাপ্য স্বীকার কর এক্সডি-1-এর কার্যকরকরণ, হাইকোর্টের দ্বারা প্রশংসিত প্রমাণ এবং এর পর্যবেক্ষণ যে পক্ষগুলি একমত হয়েছিল যে এফ মামলা সম্পত্তির মালিকানা পৃথক কার্যধারায় বিচারের জন্য মুলতুবি ছিল তা একটি অতিরিক্ত এবং অসমর্থনীয় ছিল। মিঃ মোহন আরও বলেছিলেন যে বাদীরা প্রাক্তন ডি-এর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার আগে অবতার সিংয়ের ভাড়াটে হিসাবে স্বীকার করেছিলেন। 1. এটি তুলে ধরা হয়েছিল যে নিম্ন আদালতগুলি এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়েছিল যে নিবন্ধিত নথিটি একপাশে সরিয়ে রাখা যায় না এবং এর বিষয়বস্তু জি-কে মুখ মূল্যে নিতে হয়। এটি জমা দেওয়া হয়েছিল যে এই সমস্ত কারণের পরিপ্রেক্ষিতে, সত্যের সমবর্তী ফলাফলের সাথে হাইকোর্টের হস্তক্ষেপ অযৌক্তিক ছিল।

11. উত্তরদাতা/বাদীদের পক্ষে উপস্থিত বিশিষ্ট আইনজীবী শ্রী তরুণবীর সিং খেহর আপিলের রায়ে রায়কে সমর্থন করেছিলেন। তিনি বলেন যে, মামলার বিবরণে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, চুক্তির পর

[এস. রবীন্দ্র ভাট, জে।]

বিক্রি।1978 সালে করা হয়েছিল, বাদীদের সম্পত্তি দিয়ে দখল দেওয়া হয়েছিল। এটি উল্লেখ করা হয়েছিল যে বাদীরা সম্পত্তির কিছু অংশ পুনর্নির্মাণ করেছিলেন এবং স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছিলেন যে তিনটি দোকানের প্রথম তলায় দুটি অংশ ছিল। এটি গুরুত্বপূর্ণভাবে যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে চৌবারার মাত্রা আপিলকারী/বিবাদীদের দ্বারা যা অভিযোগ করা হয়েছিল তার থেকে আলাদা ছিল।

।2। উত্তরদাতা/বাদীদের পক্ষে উপস্থিত বিদ্বান কৌঁসুলি স্থানীয় কমিশনারের প্রতিবেদনের দিকেও এই আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন যা চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল। তিনি বলেন যে, কমিশনারকে স্থানটি পরিদর্শন করতে এবং বিভিন্ন প্রাঙ্গনের সুনির্দিষ্ট মাত্রা সম্পর্কে ট্রায়াল কোর্টে রিপোর্ট করতে বলা হয়েছিল। বলা হয়েছিল যে অবতার সিং-এর দোকানের মালিক হিসাবে মালিক হওয়া কোনও বিতর্কের বিষয় ছিল না এবং যা ছিল তা কেবল চৌবারার মালিকানার বিষয়ে ছিল। বিদ্বান কৌঁসুলি বলেন যে, অভিযোগে অভিযুক্ত মাত্রা এবং প্রথম তলায় পাওয়া চৌবারার মাত্রা একে অপরের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এটিও জমা দেওয়া হয়েছিল যে মামলায় অভিযোগ করা হয়েছিল যে দোকান চত্বরের (অবতার সিংয়ের) মধ্যে থেকে আলাদা সিঁড়ি তৈরি করার জন্য লিন্টেলগুলিতে গর্ত খনন করা হয়েছিল কারণ স্থানীয় কমিশনার এই ধরনের গর্ত খুঁজে পেয়েছিলেন।

বিশ্লেষণ ও উপসংহার

।3. আপিলকারী/বিবাদীদের প্রধান যুক্তিগুলির মধ্যে একটি হল যে বিতর্কিত রায়টি ভুল, কারণ এটি সত্যের সমবর্তী ফলাফলগুলিকে বিরক্ত করে। এটি জোর দেওয়া হয়েছে যে যদিও দ্বিতীয় আপিলের বিবেচনার জন্য আইনের একটি উল্লেখযোগ্য প্রশ্ন তৈরি করা হয়েছিল, তবে দুটি নিম্ন আদালতের ফলাফলের ক্ষেত্রে এখতিয়ার প্রয়োগ এবং হস্তক্ষেপ অযৌক্তিক ছিল।

।4. স্থানীয় কমিশনারের প্রতিবেদনটি নিশ্চিত করেছে যে উত্তরদাতা/বাদীদের মামলা যে একটি সিঁড়ি বিদ্যমান ছিল না, বা বরং এটি নির্মাণের পর্যায়ে ছিল এবং সম্পূর্ণ হয়নি। প্রতিবেদনে বাদীদের অভিযোগও তুলে ধরা হয়েছে যে ছাদের জি লিন্টেলে ছিদ্র করা হয়েছিল। উপরন্তু, স্থানীয় কমিশনারের দ্বারা পাওয়া চৌবারার মাত্রা অবতারের বক্তব্যের থেকে আলাদা ছিল। সিং।

।5. প্রমাণগুলির একটি সামগ্রিক আলোচনা থেকে, এটি স্পষ্ট যে অবতার সিংয়ের দখল-এবং সম্ভবত এমনকি মালিকানা-

নিচতলার একটি দোকান, অস্বীকার করা যায় না। অতএব, নিবন্ধিত নথির উপর ভিত্তি করে নিম্ন আদালতের ফলাফলকে দোষ দেওয়া যায় না। তবে, এই দুটি আদালতই চৌবার দখলের বিষয়ে স্থানীয় কমিশনারের প্রতিবেদনের আকারে অন্যান্য প্রমাণ উপেক্ষা করে। স্থানীয় কমিশনারকে জেরাও করা হয়নি, তাঁর রিপোর্টেও আপত্তি জানানো হয়নি।

16. এই পরিস্থিতিতে, যে প্রশ্নটি উত্থাপিত হয় তা হল, হাইকোর্ট ন্যায্যভাবে হস্তক্ষেপ করেছে কিনা যা নিঃসন্দেহে। সত্যের সমবর্তী ফলাফল। এই আদালত তার পাঁচ বিচারপতির বেঞ্চের রায়ে, পঙ্কজক্ষী বনাম। 2য় চন্দ্রিকা বলেন যে, পঞ্জাব আদালত আইন, 1918-এর 41 ধারার বিধানগুলি বলবৎ রয়েছে, ধারা নয়। 100 সিপিসি। আদালত পর্যবেক্ষণ করেছে যেঃ

" 27. পঞ্জাব আদালত আইনের 41 নং ধারাটি 1918 সালের পুরনো। স্পষ্টতই, সুতরাং, এটি ভারতের সংবিধান কার্যকর হওয়ার পরে কোনও রাজ্যের আইনসভা দ্বারা প্রণীত আইন নয়। এটি ভারত সরকার আইন, 1915-এর 80এ ধারার অধীনে একটি প্রাদেশিক আইনসভা দ্বারা তৈরি একটি আইন, যা 1935 সালের ভারত সরকার আইন, 292 ধারা দ্বারা শুরু হওয়ার ঠিক আগে ব্রিটিশ ভারতে বলবৎ একটি আইন হিসাবে অব্যাহত ছিল। ফলস্বরূপ, ভারতের সংবিধান কার্যকর হওয়ার পরে এবং 395 অনুচ্ছেদ দ্বারা ভারত সরকার আইন, 1935 বাতিল করার পরে, পাঞ্জাব কোর্টস অ্যাক্ট ভারতের অঞ্চলে বলবৎ একটি আইন হিসাবে অব্যাহত ছিল। ভারতের সংবিধানের 372 (1) অনুচ্ছেদের ভিত্তিতে। এই ক্ষেত্রে, ভারতের সংবিধানের 254 অনুচ্ছেদের এই ধরনের আইনের কোনও প্রয়োগ থাকবে না এই সাধারণ কারণে যে এটি কোনও রাজ্যের আইনসভা দ্বারা তৈরি আইন নয়, বরং ভারতের সংবিধানের 372 অনুচ্ছেদের ভিত্তিতে এটি একটি বিদ্যমান আইন। যদি আদৌ হয়, তবে কেবলমাত্র 372 (1) অনুচ্ছেদই এমন আইনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে যা কোনও উপযুক্ত আইনসভা বা অন্য কোনও উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ দ্বারা পরিবর্তিত বা বাতিল বা সংশোধিত না হওয়া পর্যন্ত কার্যকর থাকবে। আমরা। ইতিমধ্যেই দেখা গিয়েছে যে যেহেতু কোড অফ সিভিল প্রসিডিউর (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, 1976-এর ধারা 97 (1)-এর পাঞ্জাব কোর্টস অ্যাক্টের ধারা 41-এর কোনও প্রয়োগ নেই, তাই এটি অবশ্যই কার্যকর আইন হিসাবে অব্যাহত থাকবে।

2 (2016) 6 এস. সি. সি 157।

[এস. রবীন্দ্র ভাট, জে।]

ফলস্বরূপ, কুলবন্ত কৌর বনাম গুরদিয়াল সিং মান 3 মামলার পূর্ববর্তী ছোট বেঞ্চের রায়, যেখানে বলা হয়েছিল যে 1976 সালে সংশোধনীর পর 41 ধারাটি সিপিসি-র 100 ধারার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় এবং পরেরটি প্রাধান্য পায়, তা স্পষ্টভাবে বাতিল করে দেওয়া হয়েছিল।

17. পঙ্কজক্ষীর (উপরে) সিদ্ধান্তটি এই আদালতের পরবর্তী দুটি রায়ে আলোচনার জন্য আসে। ধনপত বনাম। শেও রাম 2, বি পূর্ববর্তী সিদ্ধান্ত রণধীর কৌর বনাম-এর রায়ের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। পৃথ্বী পাল সিং ', এটি নিম্নরূপ অনুষ্ঠিত হয়েছিলঃ

13. এটি লক্ষ্য করা যেতে পারে যে পঙ্কজক্ষী বনাম মামলায় এই আদালতের সাংবিধানিক বেঞ্চের রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে। চন্দ্রিকা [পঙ্কজাক্ষী বনাম। চন্দ্রিকা, (2016) 6 এস. সি. সি 157: (2016) 3 সি এস. সি. সি (সি. আই. ভি) 105], আইনের উল্লেখযোগ্য প্রশ্ন নাও হতে পারে পঞ্জাব ও হরিয়ানায় গঠন করা প্রয়োজন কিন্তু তবুও, নথিভুক্ত তথ্যের ফলাফল পঞ্জাব আদালত আইন, 1918-এর 41 ধারার পরিপ্রেক্ষিতেও হস্তক্ষেপ করা যাবে না। উক্ত প্রশ্নটি রণধীর কৌরের মামলায় এই আদালত দ্বারা পরীক্ষা করা হয়েছিল।পৃথ্বী পাল সিং [রণধীর কৌর বনাম। পৃথ্বী পাল সিং, (2019) 17 এস. সি. সি 71: (2020) 3 এস. সি. সি (সি. আই. ভি) 372], যেখানে, ধারার অধীনে দ্বিতীয় আবেদনে হস্তক্ষেপের সুযোগ রয়েছে। 41 পাঞ্জাব ও হরিয়ানা রাজ্যে প্রযোজ্য পাঞ্জাব আদালত আইনটি নিম্নরূপ বর্ণনা করা হয়েছে এবং অনুষ্ঠিত হয়েছেঃ (রণধীর কৌর মামলা [রণধীর কৌর বনাম। পৃথ্বী পাল সিং, ই (2019) 17 এসসিসি 71: (2020) 3 এস. সি. সি (সি. আই. ভি) 372], এস. সি. সি পি। 80 , প্যারাস 15-16) "

15. পূর্বোক্ত রায়গুলি পর্যবেক্ষণে দেখা যাবে যে, দ্বিতীয় আপিলের এখতিয়ারটি এই ভিত্তিতে সত্যের ফলাফলগুলিতে হস্তক্ষেপ করা নয় যে ফলাফলগুলি ভুল, তবে, ত্রুটিটি স্থূল বা অযৌক্তিক বলে মনে হতে পারে। তথ্যের ভিত্তিতে ফলাফলগুলিও অন্তর্ভুক্ত করা হবে ডকুমেন্টারি প্রমাণ। দ্বিতীয় আবেদনে হস্তক্ষেপ করার এখতিয়ার কেবল তখনই হয় যখন আইন বা পদ্ধতিতে কোনও ত্রুটি থাকে এবং কেবল সত্যের প্রশ্নের ত্রুটি নয়।

16. উপরের বিষয়গুলির পরিপ্রেক্ষিতে, আমরা দেখতে পাই যে হাইকোর্ট [পৃথ্বী পাল সিং বনাম। রণধীর কৌর, 2015 এস. সি. সি অনলাইন পি অ্যান্ড এইচ 4792] 3 (2001) 4 এস. সি. সি 262।

4 (2020) 16 এসসিসি 209।

5(2019) 17 এসসিসি 71।

পরে নথিভুক্ত তথ্যের ফলাফলগুলিতে হস্তক্ষেপ করতে পারেনি প্রমাণের প্রশংসা কেবলমাত্র এই কারণে যে হাইকোর্ট ভেবেছিল যে অন্য দৃষ্টিভঙ্গি আরও ভাল হবে। বিদ্বান প্রথম আপিল আদালত বাদীর পক্ষে জমি কেনার জন্য ফার্স্ট পাওয়ার অফ অ্যাটর্নির ধারার অনুপস্থিতি বিবেচনা করেছে; এই সত্য যে বাদী জমি কেনেননি। সাক্ষী হিসেবে হাজির হন।

" 18. সুতরাং, এটি স্পষ্ট যে, পঞ্জাব আদালত আইনের 41 ধারার অধীনে উপলব্ধ এখতিয়ারের তিনটি অংশের পরিপ্রেক্ষিতে দ্বিতীয় আপিল এখতিয়ারের অনুশীলনে নিছক তথ্যের অনুসন্ধানে হস্তক্ষেপ করা যাবে না। সত্যের ফলাফল যা অযৌক্তিক, অথবা যা হল রকর্ড উপেক্ষা করে রেন্ডার করা হয়েছে, তাই, হাইকোর্টের দ্বিতীয় আপিল পর্যালোচনার আওতায় পড়ে বলে মনে হয় না। এই পরিস্থিতিতে, হাইকোর্টের অনুসন্ধানগুলি-যা সম্পূর্ণরূপে রেকর্ডের পুনর্মূল্যায়নের উপর ভিত্তি করে-এবং ফলস্বরূ নিম্ন আদালতের সমবর্তী অনুসন্ধানে হস্তক্ষেপ বহাল রাখা যায় না।

19. পূর্ববর্তী কারণগুলির পরিপ্রেক্ষিতে, বিতর্কিত রায়টি বাতিল করতে হবে। তদনুসারে খরচের উপর আদেশ ছাড়াই আপিল অনুমোদিত হয়।

আপিল অনুমোদিত।

বিভূতি ভূষণ বোস

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায়বো ঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়ো গের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।